*Pratidhwani the Echo*
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IV, Issue-I, July 2015, Page No. 07-17*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের লৌকিক নিমন্ত্রণ রীতি: একটি অধ্যয়ন

**রজত দাস**
ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলার, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
**ড. সুজয়কুমার মণ্ডল**
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**Abstract**
*Invitation related manners and customs is the important elements of folklore. The purpose of this paper is to bring out various kinds of invitation manners and customs which are among the Muslim community of West Bengal. It will also show how morality influences the traditional way of invitation in Muslims. The paper will stress on the elements which is used at the time of invitation. The study will also describe how Muslims and Hindus are closely related in the society and the way how the people of both religions aid each other in the process. It will also emphasis on the aspect that the process of invitation also differs with the different relatives. In this paper, we will try to find out the functions and significance of invitation related manners and customs in the society.*
***Keywords: Invitation, Manners, Customs, Invitation Process, Traditional, folk practices***

**১. ভূমিকা:** সামাজিক মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ঐতিহ্য পরম্পরায় যে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম পালন করে চলে, সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা folk practices বা লোকঅনুশীলনের অন্তর্ভূক্ত বিষয় হিসাবে ধরা হয়। এই বিভাগের মধ্যে রয়েছে লোকবিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা, রীতি-নীতি প্রভৃতির মত বিষয়গুলি। লোকসংস্কৃতির এই বিষয়টির সামাজিক প্রভাব সবচাইতে বেশি। কারণ এই অনুশীলন বা Practices তার ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ এবং এর প্রতি সামাজিক মানুষের স্বভাবগত একটি মানসিক দুর্বলতা আছেই। তাই আজকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীও চুল আঁচড়িয়ে চিরুনির মধ্যে লেগে থাকা চুলগুলিকে ছাড়িয়ে ফেলে দেবার আগে একটু থুঁতু দিয়ে দেয়; বাচ্চার যাতে নজর না লাগে তার জন্য নজর কাঠি ঝুলিয়ে দেয় গলায়; শিশুর চোখে কাজল পরানোর পর কপালের বাঁ দিকে একটি টিপ দিতে দেখা যায়। আবার প্রথাগত নিমন্ত্রণ রীতিতে নিমন্ত্রণ করা না হলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সমাজে এই নিমন্ত্রণ রীতি ভীষণ স্পর্শকাতর একটি বিষয়। শুধু তাই নয়, জাতি, সম্প্রদায়, অঞ্চলভেদে বদলে যায় নিমন্ত্রণের ভাষা ও রীতি-নীতি। তাছাড়া মানুষের সংস্কৃতির অন্তর্গত এই নিমন্ত্রণ রীতির মধ্যেও নিহিত আছে সামাজিক মানুষের বিশ্বাস সংস্কার, আচার-আচরণ, সামাজিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নিমন্ত্রণ রীতির পরিচয় দিয়ে তার মধ্য থেকে সমাজের কোন ইতিহাস উঠে আসে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তবে তার আগে নিমন্ত্রণ বিষয়টির সঙ্গে একটু বরং পরিচিত হওয়া যাক।

**২.প্রসঙ্গ 'নিমন্ত্রণ':** নিমন্ত্রণ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই:

'নি + √মন্ত্র + অন - ভা > নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিতির জন্য আহ্বান/ভোজনে নিমন্ত্রণ'[১]

নিমন্ত্রণের সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা বেশ দুরূহ কাজ, তবু বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যা বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে এর একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করব, তবে তার আগে নিমন্ত্রণ নিয়ে কে কি বলেছেন তা বরং দেখে নেওয়া যাক। নিমন্ত্রণ সম্পর্কে আপস্তম্ব বলেছেন:

'নিবেদনং শ্বোমায়া শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং তত্রো ভবন্তো নিমন্ত্রণীয়

ইত্যেবং দ্বিতীয়াং বেদনং ত্বামহং নিমন্ত্রণয়ে ইত্যনেন নিমন্ত্রণম্।'[২]

এখানে নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গটি শুধুমাত্র শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসু নিমন্ত্রণ শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

> 'কর্মবিশেষের অনুরোধে নির্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ দান। ভোজের জন্য আহ্বানেই এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আবশ্যক শ্রাদ্ধ-ভোজনাদিতে আহ্বান। শ্রাদ্ধাদিকার্যে পূর্ব দিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজনের জন্য বলিয়া আসিতে হয়। তাহাকে নিমন্ত্রণ কহে।'[৩]

প্রথমদিকে ভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সংবাদদানকে নিমন্ত্রণ বলে উল্লেখ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনিও নিমন্ত্রণ শব্দটির অর্থকে শুধুমাত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যেই সীমায়িত করেছেন। Clerence H. Barnhart নিমন্ত্রণ (Invitation) প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

> 'To ask in a kindly courteous or complimentary way, to come or go to some place, gathering entertainment etc. or to do something.'[৪]

বিশিষ্টবর্গের বিভিন্ন ভাষায় নিমন্ত্রণ সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য দেখার পর এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়:

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে একজায়গায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে নিমন্ত্রণ বলে।

**৩. মুসলমান সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ রীতির পরিচয় ও তার বিশ্লেষণ:** ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইফ্‌তিয়ার উদ্দিন-বিন বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মুসলিমরা বঙ্গদেশের সিংহাসন লাভ করে। তারপর থেকেই বঙ্গদেশে মুসলিম ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিস্তার। তবে সুদূর পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত এই মুসলমানরা বাংলার জল-হাওয়ার স্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই বাঙালি হয়ে উঠল। তারাও মিশে গেল বাঙালি সংস্কৃতিতে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের কিছু বেশি। শতাংশের হিসাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়, হিন্দুদের পরেই তাদের স্থান। তারাও তাদের প্রথাযুক্ত অনুষ্ঠানের সুখ-দুঃখের অনুভূতি একা একা নয়, সবাইমিলে উপভোগ করতে চায়। তাই হিন্দুদের মত তাদেরও বিবাহ, মুসলমানী, চল্লিশা, বিভিন্ন পরবের মত প্রথাযুক্ত অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রীতির প্রচলন দেখা যায়। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত নানান ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচলিত নিমন্ত্রণ রীতির পরিচয় দেওয়া হল।

**বিবাহঃ** বিবাহ হল সামাজিক বন্ধন। প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী একসাথে বসবাস করার সামাজিক ছাড়পত্র বা আইন। মুসলিম সমাজে এক ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে প্রথম বিবাহের পরবর্তী বিবাহকে 'নিকাহ' বা 'নিকা' বা 'নিকে' বলে। যাইহোক, এই বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে মুসলিম সমাজে আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের মৌখিক এবং লিখিত উভয় মাধ্যমেই নিমন্ত্রণ করা হয়। নিম্নে সেই সংক্রান্ত আলোচনা করা হল।

**বিবাহ অনুষ্ঠানের মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি:** বিবাহ কিংবা নিকা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ মুখে মুখে বলে যে নিমন্ত্রণ করে, তাই বাংলার সমাজজীবনে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহোপলক্ষে মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠান বাড়ির কর্তা, বাড়ির সকলের সাথে আসন্ন বিবাহোপলক্ষে কাদের বাড়িতে কিরকম নিমন্ত্রণ করা হবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। অতঃপর ঐ নিমন্ত্রণতালিকা নিয়ে নিজে গিয়ে কিংবা বাড়ির কাউকে পাঠিয়ে কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তিকে দিয়ে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণবার্তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তি এইভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করে আসেন, তিনি সাধারণভাবে নিমন্ত্রণকারী নামে পরিচিত।

**নিমন্ত্রণকারী:** পশ্চিমবঙ্গেরে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও দুই চব্বিশ পরগণা জেলার কোন কোন অঞ্চলে বিবাহোপলক্ষে গ্রাম-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয় পীরের দরগায় কিংবা মসজিদে। পীরবাবা বা মৌলবী সাহেব ও 'গ্রামের দশ' অর্থাৎ পাড়ার মোড়ল স্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের অন্তত আট-দশ দিন পূর্বে। যে বাড়িতে বিবাহ সেই বাড়ির গৃহস্বামী গ্রামের দশকে নিয়ে পীরের দরগা কিংবা মসজিদে পীরবাবা বা মৌলবী সাহেবকে মধ্যমণি করে একটি সভার আয়োজন করেন। গৃহস্বামী, বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া পান ও হলুদযুক্ত সুপারি কোথাও কোথাও শুধু সুপারি সভার মধ্যে রেখে সকলের উদ্দেশ্যে জোড়হাত করে কার সঙ্গে কোন গ্রামের কার কন্যা বা পুত্রের বিবাহ তা উল্লেখ করে, দেনাপাওনার খুঁটি-নাটি হিসাব দিয়ে আসন্ন বিবাহোপলক্ষে তাদের বাড়িতে উপস্থিত থেকে সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ড সঠিকভাবে চালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর আবার অনুষ্ঠানের দিন সকালে বাড়ির কোন সদস্য কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তিকে

পাঠিয়ে পুনরায় নিমন্ত্রণ করা হয়। দুটি পর্বের কোন একটি পালিত না হলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রণরক্ষা করতে আসেন না। পীরবাবা বা মৌলবী সাহেবের সামনে 'গ্রামের দশ'কে জানান দেবার পর গৃহস্বামী তার বাড়ির সদস্য কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তির হাতে নিমন্ত্রণ তালিকা দিয়ে তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করতে পাঠান। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারী তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃস্বামীকে 'আদাব' জানিয়ে করজোড়ে নিমন্ত্রণবার্তা প্রেরণ করেন অনেকটা এইভাবে:

**নিমন্ত্রণকারী:** আসলাম(সালাম) আলেইকুম বছি্র(বসির) মিঞা।
**গৃহস্বামী:** আলেইকুম সালাম ভাইজান। কি খবর বল?
**নিমন্ত্রণকারী:** কালাম ভাইজানের সাদি উপলক্ষে আজ আপনাদের বাড়ির একজন / দুইজন /মেহেমানদের /কুটুম্বিশুদ্ধ / হাঁড়িমানা / হাঁড়িচূলাবন্ধ ডাকছাড়া দাওয়াত থাকল।
**গৃহস্বামী:** ওঃ হোঃ। আমি দাউদ কবুল করলাম। [৫]

নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়ার এরূপ কথোপকথন রীতি পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনে খুবই বিরল। যাইহোক নিমন্ত্রণবার্তার কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

**একজন/ দু'জনের নিমন্ত্রণ:** অনুষ্ঠান বাড়ির সামর্থ্য এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অনুষ্ঠান বাড়ির সম্পর্কের উপর নির্ভর করে কাদের বাড়ির কজনের নিমন্ত্রণ থাকবে। সেই অনুযায়ী নিমন্ত্রণতালিকা প্রস্তুত হয়। নিমন্ত্রণকারী তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসেন। একজন বা দু'জনের নিমন্ত্রণ বলতে ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ির একজন বা দু'জনের নিমন্ত্রণ বোঝায়। কোথাও কোথাও আবার ব্যক্তির নাম ধরে নির্দিষ্ট করেও বলে দেওয়া হয় কার নিমন্ত্রণ।

**মেহেমানদের নিমন্ত্রণ:** আসন্ন বিবাহোপলক্ষে কোনও বাড়ির যদি শুধুমাত্র পুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়, সেক্ষেত্রে 'মেহেমানদের নিমন্ত্রণ' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, দুই চব্বিশ পরগণা, হুগলী, পূর্ব মেদেনীপুর জেলায় এইরকম নিমন্ত্রণ রীতির প্রচলন ছিল আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি পূর্বে। এখন এই ধরনের নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রচলন আর নেই।

**দাওয়াত-ই-খাস:** 'দাওয়াত-ই-খাস' অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ। পাড়া-প্রতিবাশীদের বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ না করলে এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠান বাড়িতে কতজনের নিমন্ত্রণ তা নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু এরকম নিমন্ত্রণ করলে সাধারণত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ির তরফ থেকে একজন নিমন্ত্রণরক্ষা করতে যান। মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ ব্লকে নিমন্ত্রণবাচক এরূপ শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়।

**দাওয়াত-ই-আম:** 'দাওয়াত-ই-আম' অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির নিমন্ত্রণ, এমনকি ঐ দিন যদি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়িতে কোন অতিথি আসেন, তিনিও নিমন্ত্রিত হন। মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ ব্লকে নিমন্ত্রণবাচক এরূপ শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়। এর পাশাপাশি কুটুম্বজন সমেত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির নিমন্ত্রণ বোঝাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: হাঁড়িমানা নিমন্ত্রণ, হাঁড়িবন্ধ নিমন্ত্রণ, হাঁড়িচূলাবন্ধ দাওয়াত, কুটুম্বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রভৃতি।

**ডাকছাড়া দাওয়াত:** মুসলিম সমাজে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াটি একসময়ে তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে নিমন্ত্রণকারী নিমন্ত্রণতালিকা নিয়ে তালিকাভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই বাড়ির ক'জন সদস্যের নিমন্ত্রণ তা বলে আসতেন। এরপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজনের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হলে নিমন্ত্রণকারীকে পুনরায় প্রতিটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার জন্য ডাক দেওয়া হত, এই ডাক ছিল বাড়ির পুরুষ সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট। এরপর পুরুষদের খাওয়া দাওয়ার পর আবার নিমন্ত্রণকারীকে প্রতিটি ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের খাবার জন্য ডাকতে হত। যদিও বর্তমানে কিছু কিছু অঞ্চলে এই ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তবে তা দুই পর্বে, মহিলাদের ডাক দেবার তৃতীয় পর্বটি আর নেই। এই সব অঞ্চল ব্যতীত বাকী অঞ্চলে একবারে নিমন্ত্রণ করার সময় বলে দেওয়া হয় 'ডাক ছাড়া নিমন্ত্রণ' অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করা হল; আর ডাকতে আসা হবে না, এক্ষেত্রে বলা হয়: 'উক্ত সময়ে আপনারা অনুষ্ঠান বাড়িতে চলে যাবেন'।

নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় বাড়ির সদস্য কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তি ব্যতীত কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায় বাংলার সমাজজীবনে। এখন সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে:

**দাইমা/ধাইমা:** পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলের মুসলমান সমাজে বিবাহের পাত্র বা পাত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাত্র বা পাত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাত্র বা পাত্রীর দাইমাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতির প্রচলন দেখা যায়। এক্ষেত্রে দাইমা বিবাহের পাত্র বা পাত্রীর আবাল্যের বন্ধু-বান্ধব্দের নাম ঠিকানা নিয়ে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্বামীর সামনে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেন। কোন দিন বিয়ে তা জানিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। দাইমাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করান হয় বিবাহের অন্তত দশ-বারো দিন আগে। এরপর যার বিবাহ হবে, তাকে বিয়ের অন্তত দুদিন আগে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুনরায় দাওয়াত দিতে হয়। দুই প্রক্রিয়াই আবশ্যিক; কোন একটি প্রক্রিয়া না করলে বন্ধুরা যতই বন্ধুত্ব থাকুক না কেন নিমন্ত্রণরক্ষা করতে আসেন না। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অঞ্চলের মুসলিম সমাজে দাইমাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করার এরূপ রীতির প্রচলন দেখা যায়। এই কাজের জন্য দাইমা অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন এবং পরিধেয় বস্ত্র উপহার বা পারিশ্রমিক হিসেবে পান।

**ডাকদার:** পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে বিশেষত বীরভূম জেলার কয়েকটি ব্লকের মুসলিম সমাজে কোন অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করার জন্য একজন পৃথক ব্যক্তির অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তিনি ডাকদার নামে পরিচিত । ঐ সমস্ত অঞ্চলে এই ডাকদার যে কেউ হতে পারে না, বংশানুক্রমিকভাবে তা নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ, পূর্বে যে বংশে কেউ ডাকদারের কাজ করত সেই বংশেরই লোক ডাকদার হয়। উক্ত অঞ্চলগুলির কোন বাড়িতে কোনরূপ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা বা দাওয়াত দেবার প্রয়োজন হলে ডাকদারকে ডেকে কাদের বাড়ির কতজনের কিরূপ দাওয়াত থাকবে তা জানানো হয়। অতঃপর ডাকদার প্রতিটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুষ্ঠানের পূর্বদিনে দাওয়াত দিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার দাবার প্রস্তুত হলে তিনি আবার প্রতিটি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে খাবার জন্য ডাক দেন। এই কাজ করার জন্য তিনি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ৫ কিলো চাল, ২.৫ কিলো ডাল, কিছু পেঁয়াজ, রসুন, লবণ এবং কয়েক কিলো মাংস পান পারিশ্রমিক হিসেবে। এইসব অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে ছয়জন ডাকদারের পরিচয়ও পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পাঁচজনই নিরক্ষর। তাই এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করার জন্য কোন তালিকা নিমন্ত্রণকারী বা ডাকদারকে দেওয়া হয় না, কেন না তিনি পড়তে পারবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই সমস্ত নিরক্ষর ডাকদারের নিমন্ত্রণ করতে কোনদিন কোনরূপ ভুল হয়নি। অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে যাদের বাড়িতে যেরকম নিমন্ত্রণ করতে বলা হয়, ডাকদার তার স্মরণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঠিক তেমনভাবে নিমন্ত্রণ করে আসেন।

**হিন্দু নিমন্ত্রণকারী:** পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলের মুসলিম সমাজে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামের বাইরের আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের কোন ব্যক্তিকে দিয়ে নিমন্ত্রণবার্তা পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে যে বাড়িতে অনুষ্ঠান সেই বাড়িটি যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামে গ্রাম পাহারায় নিযুক্ত হিন্দু ধর্মের কোন ব্যক্তিকে এরূপ নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা নিতে দেখা যায়। বর্তমানে আর গ্রাম পাহারা বা চৌকিদারির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবু প্রথাটি রয়ে গেছে। এখন অতীত দিনে গ্রামের যে ব্যক্তি চৌকিদারির কাজ করত, সেই পরিবারের কাউকে দিয়ে এরূপ নিমন্ত্রণ করানো হয়। এই সব অঞ্চলে এই ধরনের নিমন্ত্রণকারী বংশানুক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট। ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এরূপ নিমন্ত্রণ করতে পারেন না। এই কাজ করার জন্য তিনি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে কিছু পরিমাণ অর্থ ও পরিধেয় বস্ত্র পারিশ্রমিক হিসাবে পান এবং আত্মীয়বাড়িতে যাবার জন্য পথখরচ এবং জলখাবার বাবদ কিছু অর্থ পান। আবার যাদের নিমন্ত্রণ করতে যান তাদের বাড়ি থেকেও কিছু অর্থ কিছু শাক-সব্জিও পান উপহার হিসাবে। নিমন্ত্রণ কার্য সমাধা হলে পর নিমন্ত্রণকারীকে এই যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তা উক্ত অঞ্চলে কোটাল বিদায় নামে পরিচিত।

**নিমন্ত্রণ করার সময়:** বিবাহের প্রীতিভোজ যেদিন খাওয়ান হবে, সেদিন সকালবেলায় নিমন্ত্রণকারীকে দিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করার রীতি দেখা যায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে। পীরের দরগা বা মসজিদে গ্রামের দশকে নিমন্ত্রণ করতে দেখা যায় অনুষ্ঠানের অন্তত আট-দশ দিন পূর্বে। এইরকম রীতির প্রচলন দেখা যায় বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার কিছু অঞ্চলে। দাইমাকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করালে, নিমন্ত্রণ করা হয় সাধারণত অনুষ্ঠানের আট-দশ দিন পূর্বে। দুই চব্বিশ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম জেলার কিছু অঞ্চলে যেদিন অনুষ্ঠান তার পূর্ব দিনে পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। রক্ত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয় অনুষ্ঠানের অন্তত দশ দিন পূর্বে। তবে লিখিত মাধ্যমে নিমন্ত্রণ পাঠালে অন্তত একমাস আগে নিমন্ত্রণবার্তা প্রেরণ করা হয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই। রক্ত সম্পর্কবিহীন আত্মীয় বা পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের অনুষ্ঠানের দশ দিন আগে নিমন্ত্রণকারীকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করলেও পুনরায় অনুষ্ঠানের পূর্বদিন নিমন্ত্রণ করতে হয়। যেখানে যেখানে ডাকনিমন্ত্রণের প্রচলন এখনও বর্তমান, সেখানে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হলে ডাকনিমন্ত্রণও করতে হয়।

**নিমন্ত্রণকারীর পোশাক:** মুসলিম সমাজে বিবাহাদির মত শুভ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় যেই থাকুক না কেন তাকে পাজামা-পাঞ্জাবী বা ফতুয়া এবং মাথায় টুপি (মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট) কিংবা লুঙ্গি, ফতুয়া ও টুপি পরতে দেখা যায়। বীরভূমের কয়েকটি জায়গায় নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় মহিলাদেরকেও অবতীর্ণ হতে দেখা যায়, এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করার সময় তাদের পরনে থাকে শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ, কোন কোন ক্ষেত্রে বোর্খা। হিন্দুধর্মের কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা নিলে তার পোশাক হিসাবে যা ব্যবহার করতে দেখা যায় তা হল, হাঁটুর উপর পর্যন্ত পরা ধুতি, ফতুয়া, একটি বড় লাঠি এবং গলায় গামছা বা গামছাটাকে পাগড়ির মত করে মাথায় পরতে দেখা যায়। অর্থাৎ পূর্ব দিনে গ্রাম-পাহারায় নিযুক্ত চৌকিদার যেমন পোশাক পরত, ঠিক তেমন। তবে এখন এ কাজে মহিলাদেরকেও অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। তাই এক্ষেত্রে তারা হিন্দু মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রই ব্যবহার করে।

পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার মুসলমান সমাজে সাধারণত কিছু না দিয়ে এমনি মুখে বলে নিমন্ত্রণ করা হয়। তবু কোন কোন ব্লকে মৌখিক মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করার সময় নিমন্ত্রণকারী কিছু না কিছু বস্তু দিয়েও নিমন্ত্রণ করেন। কোন বস্তু দিয়ে তাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়, যাদের সাথে অনুষ্ঠান বাড়ির কর্তার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই এমন আত্মীয়দের। রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীয়দের কোন বস্তু দিয়ে নিমন্ত্রণ করলে তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং অনুষ্ঠান বাড়ির কর্তা তার যত বড়ই আত্মীয় হোক না কেন, সেক্ষেত্রে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অনুষ্ঠান বাড়ির কর্তা অনুষ্ঠানের কিছুদিন পূর্বে প্রতিটি রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিরকম অনুষ্ঠান তার পরিচয় দিয়ে সকলকে অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে তাদের বাড়িতে আহার করা এবং কাজকর্ম দেখে শুনে করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও কিছু দেওয়া হয় না, এমনি মুখে বলা হয়। শুধুমাত্র রক্তসম্পর্ক বিযুক্ত আত্মীয়দের কিছু না কিছু সামগ্রী দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিম্নে সেই সংক্রান্ত আলোচনা করা হল।

**সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ:** পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ নয় এমন আত্মীয়দের বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করার সময় সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে সুপারিটি হলুদে রঞ্জিত করে ঐ হলুদযুক্ত সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। আবার কোথাও কোথাও সুপারিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দু'টুকরো ভাঙা সুপারি দিয়েও নিমন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে ঐ ভাঙা সুপারি হলুদে রঞ্জিত করে হলুদযুক্ত ভাঙা সুপারি নিমন্ত্রণকার্যে ব্যবহৃত হয়। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে জামাইকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে আবার পাঁচটি সুপারির প্রয়োজন হয়।

**পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ:** পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলের মুসলিম সমাজের মানুষ রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ নয় এমন আত্মীয়দের বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে একটি পান ও একটি সুপারি ব্যবহার করে । এক্ষেত্রে পানের শিরযুক্ত অংশের উপর সুপারিটি রেখে গৃহস্বামীর হাত দিয়ে কোনদিন কার বিবাহ উল্লেখ করে সকলকে ঐ দিনগুলিতে অনুষ্ঠানবাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। আবার পীরের দরগায় বা মসজিদে গ্রামের দশকে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও একটি পানের উপর সুপারি বসিয়ে সভার মাঝে রেখে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে সব জায়গাতেই এই সুপারিটি হলুদে রঞ্জিত করা থাকে।

**লবঙ্গ দিয়ে নিমন্ত্রণ:** পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার কিছু অঞ্চলের মুসলিম সমাজের মানুষকে রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, এরকম আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে একটি লবঙ্গ ব্যবহার করেও নিমন্ত্রণ করতে দেখা যায় ।

**ডালা ধরে নিমন্ত্রণ:** পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুণ্ডি ব্লকের মুসলমান সমাজে বিবাহোপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ডালা ধরে নিমন্ত্রণ করা হত। এক্ষেত্রে একটি ছোট মাপের বাঁশের চুপড়ি বা ঝুড়ি নেওয়া হত, যা ডালা নামে পরিচিত। ঐ ডালার মধ্যে কিছু বোঁটাযুক্ত পান, হলুদে রঞ্জিত কয়েকটি সুপারি এবং কিছু পরিমাণ বাঁটা হলুদ থাকত। যে বাড়িতে অনুষ্ঠান সেই বাড়ির কোন পুরুষ সদস্য ঐ পান-সুপারি-হলুদ সমৃদ্ধ ডালাটি মাথায় করে নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করতেন। তবে এই ধরনের নিমন্ত্রণ করার রীতি বর্তমানে আর প্রচলিত নেই। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে কুশমুণ্ডি ব্লকের বেশ কিছু অঞ্চলে এইরকম ডালা ধরে নিমন্ত্রণ করার রীতি প্রচলিত ছিল বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন।

**লিখিত মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি:** বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে লিখিত মাধ্যমেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণবার্তা প্রেরণ করা হয়। ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের প্রতুলতা যখন আজকের মত এত বেশি ছিল না, বা থাকলেও তা এত দামী ছিল যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তা ব্যবহার করে নিমন্ত্রণ করা ছিল কষ্টসাধ্য। তখন সাদা কাগজে হাতে লিখে নিমন্ত্রণ করা হত। দূরের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে পোষ্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড লেটারে নিমন্ত্রণবার্তা লিখে পাঠানো হত। বর্তমানে শহর ও মফঃস্বল অঞ্চলে বেশিরভাগ নিমন্ত্রণই হয় লিখিত মাধ্যমে নিমন্ত্রণপত্র ব্যবহার করে। আর গ্রামাঞ্চলে

মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতিই প্রাধান্য পায়। যাইহোক এখানে বিবাহ অনুষ্ঠানে লিখিত মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হল।

**হাতে লিখে নিমন্ত্রণপত্র:** পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নিমন্ত্রণপত্র প্রচলিত হবার পূর্বে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সাদা কাগজের মধ্যে লাল কালি দিয়ে হাতে নিমন্ত্রণবার্তা লিখেও নিমন্ত্রণ করা হত। এক্ষত্রে প্রথমে পরম করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম' লিখে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যথাবিহিত সম্বোধন করে নিমন্ত্রণলিপি লেখা হত। এক্ষেত্রে কোন দিন কার পুত্র বা কন্যার সাথে কার কন্যা বা পুত্রের বিবাহ, কবে থুবড়া, কোন দিন নিমন্ত্রণ তা উল্লেখ করে সবান্ধবে বা সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নব দম্পতির জন্য আল্লার নিকট দোয়া মাগার অনুরোধ করা হত। পরিশেষে প্রায় প্রতিটি জেলারই মফঃস্বল অঞ্চলের মুসলিম সমাজে বিশেষত অবস্থাপন্ন পরিবারের রক্ত সম্পর্ক বিহীন আত্মিয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার জন্য এরূপ নিমন্ত্রণ করার জন্য এরূপ নিমন্ত্রণ রীতির ব্যবহার ছিল। পরে নিমন্ত্রণপত্রের প্রচলন ও সহজলভ্যতার জন্য এভাবে নিমন্ত্রণ করার রীতি আর দেখা যায় না।

আবার দূরের আত্মীয়কে পোস্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড লেটারের মধ্যেও সকলের কুশল কামনা করে অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে নিমন্ত্রণবার্তা প্রেরণ করা হয়।

**নিমন্ত্রণপত্র:** বিবাহোপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নিমন্ত্রণ করার জন্য যে নিমন্ত্রণপত্রটি ব্যবহার করে তা পাঁচটি অংশে বিভক্ত। যথা:

১) নিমন্ত্রণপত্রের আকার ও আয়তন
২) নিমন্ত্রণপত্রের অলংকরণ
৩) পরিচিতি ও স্মারকলিপি
৪) নিমন্ত্রণলিপি
৫) খাম

**১) নিমন্ত্রণপত্রের আকার ও আয়তন:** পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করার জন্য যে নিমন্ত্রণপত্র ব্যবহার করা হয়, সাধারণত তা দুই পৃষ্ঠাযুক্ত পোস্টকার্ড মাপের। আবার এর থেকে ছোট এবং বড় উভয় মাপের নিমন্ত্রণপত্রও পাওয়া যায়। আবার পালকি, বরণডালা কিংবা তাজমহলের আকৃতি বিশিষ্ট নিমন্ত্রণপত্রও পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানবাড়ির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, আভিজাত্য এবং শিল্প সমন্বিত রুচিবধের উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণপত্রের আকার ও আয়তন কিরূপ হবে।

**২) অলংকরণ:** মুসলিম বিবাহের নিমন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত নিমন্ত্রণপত্রটিকেও নানান অলংকরণে সুসজ্জিত করা হয়। একগুচ্ছ গোলাপের ছবি, কিংবা ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ একটি হৃদয়ের ছবি, কিংবা বিবাহের সাজে সজ্জিত বর বা কনের ছবি, কনের কনিষ্ঠা আঙ্গল ধরা অবস্থায় বরের ছবি কিংবা তাজমহল, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বরযাত্রী সমেত ঘোড়ায় চাপা বরের ছবি, চাঁদ-তারার ছবি, পালকি, প্রজাপতির ছবিও দেখা যায় কোন কোন নিমন্ত্রণপত্রের অলংকরণের ক্ষেত্রে।

**৩) পরিচিতি ও স্মারকলিপি:** দুই পৃষ্ঠাযুক্ত নিমন্ত্রণপত্রের মলাট পাতা ওল্টালে যে পৃষ্ঠাটি আসে তার বাম দিকে থাকে পরিচিতি ও স্মারকলিপি অংশ। পরিচিতি অংশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাওয়া পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দেওয়া হয়। স্মারকলিপি অংশে কোনদিন কিরকম অনুষ্ঠান তা উল্লিখিত হয়। থুবড়া, গাত্রহরিদ্রা, বিবাহ, প্রীতিভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় এবং জায়গার নাম লেখা থাকে। আবার কোন কোন নিমন্ত্রনপত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিমন্ত্রণরক্ষা করতে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য পথনির্দেশও দেওয়া থাকে এই অংশে।

**৪) নিমন্ত্রণলিপি:** নিমন্ত্রণপত্রের ভিতরের ডানদিকের পৃষ্ঠায় থাকে নিমন্ত্রণলিপি। প্রথমে পরম করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম' লেখা হয়। কোন কোন নিমন্ত্রণপত্রে 'এলাহি ভরসা' কিংবা শুভ সংখ্যা ৭৮৬ লিখে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যথাবিহিত সম্বোধন করে নিমন্ত্রণলিপি শুরু করা হয়। কারণ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ নর-নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাওয়াকে পরম করুণাময় আল্লাহর দান বলে মনে করে। বিবাহপলক্ষে তিনদিন ধরে চলে আত্মীয়-স্বজনদের আসা-যাওয়া। এর মধ্যে কোন দিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাও নির্দিষ্ট করে উল্লেখিত হয়। সাধুরীতির গদ্যের পাশাপাশি আবার চলিত গদ্যে লেখা নিমন্ত্রণলিপিও পাওয়া যায় মুসলমান সমাজে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয় থেকে নয়ের দশকের মধ্যে নিমন্ত্রণপত্রে নিমন্ত্রণলিপির শেষে 'ভারত সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযোজ্য' এই বাক্যটির উল্লেখ থাকতে দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে বিবাহপলক্ষে নিমন্ত্রণ করার জন্য পদ্যাত্মক নিমন্ত্রণলিপির ব্যবহারও দেখা যায়। এইরকম নিমন্ত্রণলিপি লিখে নিমন্ত্রণ করে সাধারণত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাওয়া পাত্র বা পাত্রী, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে। নিম্নে এইরকম কয়েকটি পদ্যাত্মক নিমন্ত্রণলিপির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল:

(ক)
আতা গাছে ফুল ফুটেছে।
শুভ বিবাহের ডাক এসেছে।।
তুমি আমার বন্ধু হও।
শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ লও।। [৬]

(খ)
বন্ধু আমার বন্ধু হয়ে থাকো।
বন্ধু আমার বন্ধু হয়ে থাকো।।
৮-ই জৈষ্ঠ্য আমার বিদায়।
তুমি কিন্তু এসো।। [৭]

(গ)
বিধির বিধানে,
নতুন জীবনে
পরব আমি বিবাহ বন্ধনে।।
তুমি আমার আন্তরিক।
আমি তোমার আপনজন।।
তোমাকে কিন্তু আসতে হবে –
রইল নিমন্ত্রণ।।[৮]

(ঘ)
আই ডিয়ার মাই ডিয়ার
লেড় কর না।
শুভ দিনে আমায়
দুঃখ দিও না।।[৯]

(ঙ)
৭-ই বৈশাখ ডাক দিয়েছে অজানা এক মন।
কথা দিয়েছে সে করবে আমায়,
চির আপনজন।।
ডাক পাঠালাম 'বন্ধু তুমি' সঙ্গী হবে বলে
আমার আশা পূর্ণ হবে বন্ধু তুমি এলে।। [১০]

এই ধরনের ছড়াগুলি ব্যবহার করতে দেখা যায় মূলত বিবাহের পাত্রীকে। এই ছড়াগুলির রচয়িতা কে তা জানা যায় না। মুসলমান সমাজে বিবাহ উপলক্ষে পাত্রী তার বন্ধু-বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এরকম ছড়া ব্যবহার করে। এই ছড়ার মধ্যে কোথাও ভাবী নতুন জীবনের রোমান্টিক চিন্তা, কোথাও আবাল্যের পরিচিতজনদের ছেড়ে অজানা জায়গায় যাবার ভয় মিশ্রিত করুণ সুর ফুটে ওঠে।

**৫) খাম:** নিমন্ত্রণপত্রটি একটি সুন্দর খামে ভরে তবে নিমন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই খামের একদিকে থাকে নিমন্ত্রণপত্রে অলংকরণ করার জন্য ব্যবহৃত কিছু কিছু মোটিফ, যেমন: গোলাপগুচ্ছ, বর-কনের ছবি, কনের আঙ্গুল ধরা অবস্থায় বরের চিত্র ইত্যাদি। এরপর খামের এককোণে একটু হলুদের স্পর্শ লাগিয়ে দেওয়া হয়। খামের একপিঠ থাকে সম্পূর্ণ সাদা। এই অংশে যাকে নিমন্ত্রণ করা হবে তার নাম ঠিকানা লেখা থাকে।

**আকিকা:** 'আকিকা' বা 'আকিজা' মুসলিম সমাজের নবাগত শিশুর নামকরণের অনুষ্ঠান। সাধারণত শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে কোন কারণে সেদিন এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা না গেলে চতুর্দশ দিনে কিংবা একুশ দিনে আকিকা সম্পন্ন করাই ইসলামের বিধান। নবাগত শিশুর জীবনকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এইদিন একটি ছাগল বা গরুকে কুরবানি দেওয়া হয়। অতঃপর জবাই করা হালাল পশুমাংস তিনটি ভাগে ভাগ

করে একটি অংশ মিসকিন বা ভিখিরিদের মধ্যে বিলানো হয়, একটি অংশ আত্মীয়-স্বজনদের এবং বাকী অংশ পরিবারের জন্য রাখাই নিয়ম। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নবাগত শিশুকে নিকটবর্তী পীরের দরগায় নিয়ে গিয়ে শিশুর চুল দেওয়া হয় বা শিশুকে নেড়া করানো হয়, এরপর পীরবাবা এবং মৌলবী সাহেবের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে বাড়িতে এনে শিশুর নামকরণ করা হয়। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে এই রীতি-নীতির কিছু বৈপরীত্যও দেখা যায়। নেড়া করার ব্যাপারটি যেমন বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী জেলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তা করানো হয় না। সাধারণত এই অনুষ্ঠানে হালাল পশুমাংস বিতরণ করা হয়। মূলত বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি অঞ্চলেই এইরকম অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রচলন বর্তমান। এই নিমন্ত্রণ করার জন্য শুধুমাত্র মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতিই প্রচলিত। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা নিতে দেখা যায় সাধারণত বাড়ির কোন সদস্যকে। তবে বীরভূম জেলার নলহাটি-১, মুরারই-১ ব্লকের কিছু অঞ্চলে পেশাদার নিমন্ত্রণকারীকে দিয়েই নিমন্ত্রণ করাতে হয়। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে কোন বস্তু দেওয়া হয় না, শুধুমাত্র মুখে বলে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণকারী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্বামীর নিকট করজোড়ে বলেন:

> ‘গিয়াসউদ্দিনের ব্যাটার আকিকা উপলক্ষে আজ তোমাদের বাড়ির একজনের/ দু’জনের ডাকছাড়া দাওয়াত থাকল।’[১১]

বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বাকি অঞ্চলে এইরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোন নিমন্ত্রণ রীতির প্রচলন নেই। কিন্তু হালাল পশুমাংস তিন ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে উক্ত তিন ব্যক্তিদের কাছে বিতরণ করার নিয়ম পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই বিদ্যমান।

**মুসলমানী:** ইসলাম ধর্মানুসারে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষ শিশুদের যৌনাঙ্গের সামনের চামড়া মতন অংশ কেটে ফেলা হয়। এই অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে সুন্নত বা খত্না বা মুসলমানী নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে মৌখিক এবং লিখিত উভয় মাধ্যমেই নিমন্ত্রণ করার রীতি প্রচলিত।

**মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি:** মুসলমানী উপলক্ষে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে মুখে মুখে বলে যে নিমন্ত্রণের রীতি প্রচলিত, তাই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে মুসলমানী অনুষ্ঠানের মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা নিতে দেখা যায় বাড়ির কোন সদস্য কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তিকে। আবার পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার কয়েকটি অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পেশাদার নিমন্ত্রণকারী নিযুক্ত করেও নিমন্ত্রণ করার রীতি দেখা যায়। নিমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণবার্তা দিয়ে আসেন। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্বামীর নিকট করজোড়ে সুন্নত উপলক্ষে অনুষ্ঠান বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন:

> ‘সাবির ভাইজানের ব্যাটার আজ খতনা। এই উপলক্ষে আপনার বাড়ির একজনের /দু’জনের /হাঁড়িমানা /হাঁড়িবন্ধ নিমন্ত্রণ থাকল। দুপুর ১২ টায় ডাকনিমন্ত্রণ সারা।’[১২]

বছর দশেক আগেও পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পৃথক অস্তিত্ব ছিল। তবে বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে এখনো ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন বর্তমান।

**লিখিত মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি:** সুন্নত উপলক্ষে সাদা কাগজে হাতে লিখে নিমন্ত্রণ করার রীতি তেমন প্রচলিত ছিল না, তবে অতীত দিনে পোষ্টকার্ড বা ইনল্যাণ্ড লেটারের মাধ্যমে নিমন্ত্রণবার্তা প্রেরণ করা হত। তারপরে এল নিমন্ত্রণপত্র। নিমন্ত্রণের পাঁচটি অংশই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। প্রথম অংশ নিমন্ত্রণপত্রের আকার ও আয়তন পূর্বের মতই। অলংকরণের ক্ষেত্রে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে মসজিদ, কিংবা চাঁদ তারার চিহ্ন মোটিফ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরিচিতি ও স্মারকলিপি অংশের পরিচিতি বিভাগে যার সুন্নত হবে তার পরিচয় থাকে, স্মারকলিপি বিভাগ আবার কোথাও কোথাও অনুষ্ঠানসূচি নামে পরিচিত। এই অংশে সুন্নত কবে, কোনদিন মিলাদ বা মহাফিল বা খাওয়া-দাওয়া তার উল্লেখ থাকে। এরপর পরম করুণাময় আল্লাহকে স্মরণ করে নিমন্ত্রণলিপি দেওয়া থাকে। অলংকরণ থেকে শুরু করে নিমন্ত্রণলিপি পর্যন্ত সমস্ত কিছুই লেখা হয় লাল কালিতে। পরিশেষে ‘পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়’ বাক্যটি অবশ্যই থাকে।

**চল্লিশা বা চাহারুম:** মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন মানুষ মারা গেলে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর চল্লিশ দিনের দিন মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার রীতি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলের মুসলিমদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই অনুষ্ঠান চল্লিশা বা চাহারুম নামে পরিচিত। ঐ দিন মৃত ব্যক্তিকে দাফনের জন্য শবযাত্রায় যাওয়া সমস্ত

ব্যক্তি এবং আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এই নিমন্ত্রণ করা হয় মূলত মৌখিক মাধ্যমে, লিখিত মাধ্যমে নিমন্ত্রণ রীতির প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে অন্তত এই অনুষ্ঠানে নেই। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জন্য নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় সাধারণত বাড়ির কোন সদস্যকে। তবে বীরভূম জেলার নলহাটি-১, এবং মুরারই-১ ব্লকের কিছু অঞ্চলের মুসলিম সমাজে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জন্য অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে পেশাদার নিমন্ত্রণকারীকে নিয়োগ করা হয়। নিমন্ত্রণকারী অনুষ্ঠানবাড়ির গৃহস্বামীর কাছ থেকে পাওয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা নিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাদের বাড়িতে কি উপলক্ষে কতজনের নিমন্ত্রণ তা উল্লেখ করে নিমন্ত্রণ করেন।

**বিভিন্ন পরব:** মুসলিম সমাজেও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরব পালিত হয়, যথা: ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, ফতেয়া দোয়াজ দোহম, মহরম, সবে বরাৎ ইত্যাদি। এই সমস্ত পরব উপলক্ষেও আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। মেয়ে-জামাইকে এইরকম অনুষ্ঠানে শুধু দাওয়াত দিলেই চলে না, নতুন জামাই হলে তাকে নিয়ে আসতে হয়। আবার এইভাবে কোন পরব উপলক্ষে মেয়ে-জামাইকে (বিশেষত নতুন জামাই) নিয়ে এলে বিদায়ের সময় কিছু না কিছু সামগ্রী দিতে হয়, না হলে বেয়াইবাড়িতে সম্মান থাকে না। তাছাড়া এইরকম অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া পূর্বে উল্লেখিত নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মতই।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে যে নিমন্ত্রণ রীতির প্রচলন তার বিস্তারিত পরিচয় দেবার পর এই রীতিগুলি থেকে যে যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল:

1. পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে মৌখিক এবং লিখিত উভয় মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতিরই প্রচলন বর্তমান।
2. গ্রামাঞ্চলে মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতির প্রাধান্য এবং শহরাঞ্চলে ও মফঃস্বলে লিখিত মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতির প্রাধান্য দেখা যায়।
3. মৌখিক মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করার জন্য নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা নিতে দেখা যায় অনুষ্ঠান বাড়ির কোন সদস্যকে। কোথাও কোথাও পাড়ার কোন ব্যক্তিকেও এরূপ কাজের দায়িত্ব নিতে দেখা যায়। আবার এরূপ কাজে পেশাদার কোন ব্যক্তিকেও নিয়োগ করতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলার মুসলিম সমাজে।
4. রক্ত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান বাড়ির গৃহস্বামীকে বাধ্যতামুলকভাবে নিমন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। রক্ত সম্পর্কবিহীন আত্মীয়দের ক্ষেত্রে বাড়ির কোন সদস্যকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। আবার পেশাদার নিমন্ত্রণকারীকে দিয়েও নিমন্ত্রণ করানো হয় কোথাও কোথাও। বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও দাইমাকে দিয়ে আবশ্যিকভাবে নিমন্ত্রণ করতে হয়। আর পাড়া-প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাড়ির কোন সদস্য কিংবা পাড়ার কোন ব্যক্তি কিংবা পেশাদার নিমন্ত্রণকারীকে একাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।
5. ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থা কয়েক দশক পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চলের মুসলিম সমাজেই প্রচলিত ছিল। এখনও বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই ব্যবস্থার প্রচলন বর্তমান।
6. রক্ত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিছু না দিয়ে এমনি মুখে বলে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু রক্ত সম্পর্কবিহীন আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে কিছু বস্তু দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে হলুদযুক্ত গোটা সুপারি কিংবা দু'টুকরো ভাঙা সুপারি কিংবা লবঙ্গ অথবা পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি দেখা যায়।
7. নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের মুসলিম সমাজে জামাইকে একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এমনি আত্মীয়দের যেখানে একটি গোটা সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করলেই হয়, সেখানে জামাইকে কোথাও পাঁচটি কোথাও আবার দুটি সুপারি, মোটকথা সাধারণের থেকে বেশি সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতির প্রচলন দেখা যায়।
8. লিখিত মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণপত্র প্রচলনের পূর্বে সাদা কাগজে হাতে লিখে নিমন্ত্রণবার্তা পাঠানো হত। নিমন্ত্রণপত্রের সহজলভ্য এবং অধিক প্রচলনের পর এইভাবে নিমন্ত্রণ করার রীতি আর দেখা যায় না। এমনকি মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতির সর্বব্যাপী প্রসারতাকেও কিছুটা ম্রিয়মান করে দিয়েছে।
9. নিমন্ত্রণপত্রের পাঁচটি বিভাগই স্বমহিমায় বর্তমান।
10. সাধু এবং চলিত উভয় রীতিতেই নিমন্ত্রণলিপি লেখা হয়।
11. গদ্য এবং পদ্য উভয় রীতিরই নিমন্ত্রণলিপি পাওয়া যায়।

12. পদ্যাত্মক নিমন্ত্রণলিপি ব্যবহার করে নিমন্ত্রণ করে সাধারণত বিবাহের পাত্রী, তার বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে।
13. প্রতিটি নিমন্ত্রণপত্রেই নিমন্ত্রণলিপির শেষাংশে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়' এই বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায়। এথেকে এটা প্রমাণিত হয় যে লিখিত মাধ্যমের থেকে মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতিই বেশি আদরণীয়।
14. বিশেষ সময়ের নিমন্ত্রণপত্রে নিমন্ত্রণলিপির একদম শেষে 'ভারত সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযোজ্য' এই বাক্যাংশটির উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। এই অংশটির মাধ্যমে উক্ত সময়ের ভারতের অর্থনৈতিক মন্দার ইতিহাস এবং খাদ্যদ্রব্যের সঙ্কটের দিকটি উন্মোচিত হয়।
15. বিবাহের নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে বস্তু দিয়েই নিমন্ত্রণ করা হোক না কেন, সে সুপারি থেকে শুরু করে নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই হলুদের স্পর্শ কিন্তু থাকেই।
16. পদ্যাত্মক নিমন্ত্রণলিপিতে যে বাক্য বা ছড়া ব্যবহার করে নিমন্ত্রণ করা হয়, তার মধ্যে ভাবী নতুন জীবনের রোমান্টিক চেতনা, আবাল্যের পরিচিত জনদের ছেড়ে যাবার করুণ সুর প্রকাশ পায়।
17. আনন্দের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রের সমস্ত লেখাই হয় লাল কালিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এইরকম শুভ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণলিপি কালো কালিতে লেখা একবারে নিষেধ।

এই প্রবন্ধের অন্তিম অংশে পূর্বে পরিচয় দেওয়া বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নিমন্ত্রণ রীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে। আর সে প্রসঙ্গেই উঠে আসবে এর মধ্যে নিহিত থাকা আঞ্চলিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের নানান উপাদান। প্রথমেই আসি নিমন্ত্রণ করার সময় সংক্রান্ত আলোচনায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা সাধারণত যেদিন অনুষ্ঠান তার বেশ কিছুদিন পূর্বে নিমন্ত্রণ করেন। এইরকম আগে নিমন্ত্রণ করার কারণ হিসাবে বলা যায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সময় দেওয়া, যাতে উক্ত দিনে তিনি বিশেষ কিছু কাজ না রাখেন। তাছাড়া দিনের দিন নিমন্ত্রণ করলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়িতে রান্না প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হবার আশঙ্কা থেকে যায়, তাই এইরকম আগে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণকারীর পোশাকের ক্ষেত্রেও সাধারণ দৈন্দিন পোশাকের থেকে ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় আমাদের সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসম্পাদন করার ব্যক্তির বিভিন্ন নির্দিষ্ট পোশাক ছিল। নিমন্ত্রণকারীর এই বিশেষ পোশাক আমাদের সামনে সেই সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরে। বিবাহোপলক্ষে পীরের দরগায় 'গ্রামের দশ'কে নিমন্ত্রণ করার প্রসঙ্গে বলা যায় আগে গ্রামের মোড়লদের কাছে অনুমতি নিয়ে তবে গৃহের কোন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা যেত, প্রাচীন সেই সামাজিক ইতিহাসের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে এক্ষেত্রে। বর্তমানে কয়েকটি জেলার কতিপয় ব্লক ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজেই 'ডাকনিমন্ত্রণ' ব্যবস্থার আর প্রচলন নেই। এর কারণ হিসাবে বলা যায় ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থা যখন প্রচলিত ছিল তখন একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে একবার খাওয়ানোর জন্য অন্ততপক্ষে দু'বার নিমন্ত্রণ করতে যেতে হত নিমন্ত্রণকারীকে। এখন মানুষের হাতে সময় বড্ড কম, তাছাড়া বর্তমান মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেছে বহুগুণ। তাই শুধুমাত্র একবার খাওয়ানোর জন্য একই বাড়িতে একটিবার নিমন্ত্রণ করতে যাওয়াটা বর্তমান মানুষের কাছে দাঁড়াল বাহুল্যস্বরূপ। তাই একবারেই বলে দেওয়া হয় 'ডাকছাড়া দাওয়াত'। অর্থাৎ ডাকনিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পৃথক অস্তিত্ব হারানো সামাজিক মানুষের কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধির দিকটিকে চিহ্নিত করে। মুসলিম সমাজের কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণকারী হিসাবে হিন্দুশ্রেণির কোন ব্যক্তির অবশ্য উপস্থিতি উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুরকে অনুরণিত করে। তাছাড়া গ্রাম-পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে এইরূপ নিমন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয় প্রকাশিত হয়, তা হল পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে গ্রামের বাইরের আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার ভার ছিল এই নিমন্ত্রণকারীর। সুতরাং নিমন্ত্রণ করার সময়েই তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের চিনে নিতে পারবেন, ফলে রাত্রে পাহারা দেবার সময় বাইরের লোক গ্রামে কেন প্রবেশ করল তা তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন। নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় সুপারির ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায় সুপারি হল দৃঢ় বন্ধনযুক্ত একটি ফল। এই দৃঢ় বন্ধনের সংস্পর্শে সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাসে তাদের আত্মীয়তার বন্ধনও হবে আরও দৃঢ়। নিমন্ত্রণ রীতির দুই মাধ্যমের মধ্যে মৌখিক মাধ্যমের নিমন্ত্রণ রীতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। লিখিত মাধ্যমের নিমন্ত্রণপত্রের আকার আয়তন ও অলংকরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা, আভিজাত্য, রুচিবোধ প্রভৃতি বিষগুলি প্রকাশিত হয়। স্মারকলিপি অংশের মধ্য দিয়ে কোন অনুষ্ঠান কোনদিন উদ্‌যাপন করা হয়, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। নিমন্ত্রণলিপি অংশের 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়' এই বাক্যটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় যে লিখিত মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করা ছিল অমার্জনীয় ব্যাপার। আবার বিশেষ সময়ের(বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত) নিমন্ত্রণপত্রে 'ভারত সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযোজ্য' এই বাক্যটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বাক্যটির মধ্য দিয়ে

উক্ত সময়ের ভারতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের অভাব ও অর্থনৈতিক মন্দার ইতিহাস আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। বাস্তবিক সেই সময়ে খাদ্যবস্তুর অপচয় যাতে না হয়, সেজন্য ভারত সরকার কর্তৃক যে কোনরকম অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জনের বেশি অতিথি নিমন্ত্রণ করা যাবে না বলে একটি আইন জারী করা হয়। নিমন্ত্রণপত্রের এই বাক্যটি তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে উন্মোচিত করে। আকিকা, মুসলমানী, বিভিন্ন পরবের বিভিন্ন নিমন্ত্রণ রীতি নিমন্ত্রণের আঞ্চলিক বিশিষ্টতাকে সূচিত করে। সুতরাং, একথা বলা যায় যে নিমন্ত্রণ হল সামাজিক যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম, এই মাধ্যমের বিভিন্ন রীতি-নীতি আমাদের সমাজের আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসকে উন্মোচিত করতে একটি বড় ভূমিকা নেয়।

**৪.উপসংহার:** সামাজিক রীতি হিসাবে নিমন্ত্রণের প্রথা সারা বিশ্বব্যাপীই প্রচলিত-একথা আমরা সকলেই জানি। এই প্রথা জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মভেদে বিভিন্ন। ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে নিমন্ত্রণ রীতির বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একথা যে প্রযোজ্য তা এ-প্রবন্ধের আলোচনায় সহজেই বোঝা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে নানা ধরনের নিমন্ত্রণের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে অনেক প্রথারই প্রচলন সমাজের মধ্যে বর্তমানে নেই। আবার অনেক প্রথা নানা কারণে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে লোকসংস্কৃতি চর্চার পরিসরে নিমন্ত্রণ রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদিও এ বিষয় নিয়ে সেভাবে চর্চা হয়নি বললেই চলে। যাইহোক, আলোচ্য প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত নিমন্ত্রণ রীতির নির্বাচিত দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে সজেই অনুমেয় হয় এই ধরনের প্রথার মধ্যে যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক, ঐতাহাসিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি অনুধাবন করা যায় নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সংক্রান্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ রীতি বিষয়ে গভীরভাবে অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্মোচিত হতে পারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানান দিক। আর এই সমস্ত উপাদান যেকোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাস ও জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচয় এবং তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নির্মাণে সহায়তা করবে।

**তথ্যসূত্র:**

১. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম ভাগ), দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, পৃ. ১২০৪।

২. বসু, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বকোষ(দশম ভাগ), কলিকাতা, ১৩০৬, পৃ. ১৪১।

৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃ. ১৪০।

৪. Barnhart, Clearence H, The American College Encyclopedia, Dictionary (V-I), Spencep Press, Chirag, 1959, p. 642.

৫. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২১.১১.২০১৩, নিমন্ত্রণকারী: জাহিরুল সেখ, বয়স: ৩৫, পেশা: ব্যবসা, গ্রাম: রেজিনগর, পো: রেজিনগর, ব্লক: বেলডাঙ্গা-২, জেলা: মুর্শিদাবাদ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি: দিল মহম্মদ, বয়স: ৩৫, পেশা: কৃষিকাজ, গ্রাম: রেজিনগর, ব্লক: বেলডাঙ্গা-২, জেলা: মুর্শিদাবাদ।

৬. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৫.০৩.২০১১, কোহিনূর বেগম, বয়স: ১৫, পেশা: ছাত্রী, গ্রাম: নওদা পীরহাট, পো: বাহারালি, ব্লক: হেমতাবাদ, জেলা: উত্তর দিনাজপুর।

৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৫.০৬.২০১২, রাজমিনা বেগম, বয়স: ১৫, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: জাহাঙ্গীরপুর, পো: জাহাঙ্গীরপুর, ব্লক: গঙ্গারামপুর, জেলা: দক্ষিণ দিনাজপুর

৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৩।

৯. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২.০৪.২০১২, সাবিনা বিবি, বয়স: ২১, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: মোথাবাড়ি, পো: মোথাবাড়ি, ব্লক: কালিয়াচক-২, জেলা: মালদা।

১০. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২৮.০৪.২০১২, জাহানারা বিবি, বয়স: ২৩, পেশা: গৃহবধূ, গ্রাম: চাঁচল, পো: চাঁচল, ব্লক: চাঁচল-১, জেলা: মালদা।

১১. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২.১১.২০১৩, হাজি মতিউর রহমান, বয়স: ৭৪, পেশা: গৃহকর্ম, গ্রাম: খড়গ্রাম, পো: খড়গ্রাম, ব্লক: খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ।

১২. ক্ষেত্রসমীক্ষা: ০৫.০৮.২০১৩, মোক্তার আলি, বয়স: ৪৯, পেশা: কৃষিকাজ, গ্রাম: ফুলিরচাল, পো: তারাপীঠ, ব্লক: রামপুরহাট-২, জেলা: বীরভূম।